দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 SEP 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

প্রিলিমিনারীতে ভর্তি ঃ প্রস্তাব পেশ

কলেজে মাস্টার্স জাতীয় ভার্সিটির নিয়ন্ত্রণে রাখার চিন্তাভাবনা

রুহুল গনি জ্যোতি ঃ এ বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাস করা ছাত্রছাত্রীদের কলেজগুলোতে মাস্টার্স প্রিলিমিনারী (প্রথম পর্ব) ক্লাসে ভর্তির বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনার চিন্তাভাবনা চলছে। শিক্ষামন্ত্রণালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

প্রস্তাব গৃহীত হলে দেশের কলেজগুলোতে মাস্টার্স প্রিলিমিনারী (প্রথম পর্ব) ক্লাসে ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে এবং ৫টি বিভাগীয় শহরে একই দিনে একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্রছাত্রীরা কে কোন কলেজে কোন বিষয়ে পড়তে চায়; পছন্দের ক্রম অনুসারে ভর্তি পরীক্ষার ফর্মে তারা তা উল্লেখ করবে। কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এই ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব বাস্তবায়নের আর্থিক দিকটি বর্তমানে পরীক্ষা করে দেখছে। খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী সাবেক ১৯টি জেলার প্রতিটিতে অন্তত একটি করে কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভাষা, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ের অধীনে এক বা একাধিক বিষয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। একই অঞ্চলের একাধিক জেলার কয়েকটি কলেজ নিয়ে গুচ্ছ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। গুচ্ছ কলেজের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলিতে মোটামুটি সকল বিষয়ে মাস্টার্স পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে।

বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ানোর জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে একটি কলেজে মাস্টার্স ক্লাস খোলা

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

কলেজে মাস্টার্স

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হবে। যেসব কলেজে মাস্টার্স ক্লাস খোলা হবে সেসব কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে।

প্রাথমিকভাবে সারা দেশে ২৩টি গুচ্ছ কলেজ গঠনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব দিয়েছে। এসব কলেজে বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী শিক্ষা, দর্শন, আরবী, পালি, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, হিসাববিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গণিত, ভূগোল, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যানসহ মোট ২৫টি বিষয় পড়ানো হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবে বলা হয়, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেহেতু ১৯৯২ সালে ডিগ্রি পাস করা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া এখনো সম্পন্ন করতে পারেনি; কাজেই ১৯৯৩ সালে ডিগ্রি পাস করা ছাত্রছাত্রীদের মাস্টার্স প্রিলিমিনারী (প্রথম পর্ব) ক্লাসে ভর্তির ব্যাপারে তারা আগ্রহী হবে না।

তাছাড়া দেশের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট মাত্র ৪ হাজার ২৮০ ছাত্রছাত্রীর মাস্টার্স প্রিলিমিনারী (প্রথম পর্ব) ক্লাসে ভর্তির সুযোগ রয়েছে অথচ এ বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৫৬ হাজার ৬১৫ জন ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। এদের মধ্যে ২২১ জন প্রথম বিভাগ, ২১ হাজার ৪২৬ জন দ্বিতীয় বিভাগ ও ৩৪ হাজার ৯৭৮ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। যদিও ডিগ্রি পাস করার পর ছাত্রছাত্রীদের একটি বিরাট অংশ পড়াশুনা ছেড়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করে, তবুও গত বছর দেশের ৩৪টি কলেজে মোট ১৫ হাজার ৩৭৮ জন ছাত্রছাত্রী মাস্টার্স প্রিলিমিনারী (প্রথম পর্ব) ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। এ বছরও প্রায় সমপরিমাণ ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য এসব কলেজের দ্বারস্থ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অথচ কলেজগুলোতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমিত। ছাত্রছাত্রীদের অবস্থানের জন্য অধিকাংশ কলেজেই প্রয়োজনীয় হল-হোস্টেল নেই। তাছাড়া কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের নিজ জেলা পরিবর্তন করা হলে এ নিয়ে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।